নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নীলাচলে অদ্বৈতাচার্যের বাসভবনে একেশ্বর মহাপ্রভুর ভিক্ষা, নবদ্বীপাগত পণ্ডিত দামোদরের নিকট মহাপ্রভুর শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন, লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষনামগ্রহণকারী ব্যতীত মহাপ্রভুর অপরের গৃহে ভিক্ষাত্যাগ, শ্রীকেশবভারতীর নিকট জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তদ্‌বিষয়ের প্রশ্নমুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার-শ্রবণে আনন্দ; অদ্বৈতাচার্যের আজ্ঞায় নিখিল ভক্তের চৈতন্যাবতার-সম্বন্ধে সংকীর্তন, শ্রীরূপ-সনাতন-মিলন, শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক শাকরমল্লিককে তৃতীয়সংস্কার-স্বরূপ 'সনাতন'-নাম-প্রদান, মহাপ্রভুর শ্রীবাসের নিকট অদ্বৈত-তত্ত্ব-প্রশ্নমুখে অদ্বৈতের উপাদন কারণান্তর্যামিত্ব-প্রতিপাদন, ভাগবতীয় ভৃগুর উপাখ্যান দ্বারা কৃষ্ণের পরাৎপরত্ব ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের আচরণের অচিন্ত্যত্ব ও দুরবগাহত্ব-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু বাল্যকালে যে-সকল দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসিতেন, সেই সকল দ্রব্যসম্ভার লইয়া বৈষ্ণববৃন্দ নীলাচলে আসিয়াছেন এবং পাক-নিপুণা বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ ঐ সকল দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা স্বীকার করিতেছেন। একদিন অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তেই প্রভুর জন্য রন্ধন করিলেন এবং অদ্বৈত-গৃহিণী পাক-কার্যের দ্রব্যাদির সজ্জা করিয়া আচার্যের সাহায্য করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অভিলাষ, তিনি মহাপ্রভুকে একাকী মনের সাধে খাওয়াইবেন, হঠাৎ দৈবদুর্যোগ উপস্থিত হওয়ায় যে সকল সন্ন্যাসী সচরাচর মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষা করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গবিচ্যুত হইলেন এবং মহাপ্রভু একাকীই অদ্বৈতের বাসায় ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া অদ্বৈতের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইন্দ্র ঝড়বৃষ্টি প্রদান করিয়া আচার্যের কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন বলিয়া অদ্বৈতাচার্য ইন্দ্রকে কৃষ্ণসেবকরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও অদ্বৈতাচার্যের হৃদয় জানিয়া অদ্বৈতের মহিমা কীর্তনমুখে বলিলেন যে, যাঁহার সঙ্কল্প স্বয়ং কৃষ্ণ পরিপূর্ণ করিতে বাধ্য, ইন্দ্র তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের কথা কি? যে সকল অদ্বৈতানুগব্রুব শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শ্রীচৈতন্যানুগত্য স্বীকারের পরিবর্তে অন্য বিচার আবাহন করেন, তাহারা আচার্যের অদৃশ্য। নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিত দামোদরকে মহাপ্রভু শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে নিরপেক্ষ দামোদর শচীমাতাকে 'মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি' বলিয়া কীর্তন করেন এবং 'আই'-শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। লোকশিক্ষার্থই লোকশিক্ষক-লীল মহাপ্রভু ঐরূপ প্রশ্নভঙ্গী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণে সেবা-প্রবৃত্তির বিষয় জিজ্ঞাসাই প্রকৃত কুশল-জিজ্ঞাসা; বিষ্ণুভক্তিই প্রকৃত সম্পত্তিশালী। মহাপ্রভু একমাত্র লক্ষনামগ্রহণকারী লক্ষেশ্বরের গৃহ ব্যতীত অপর কাহারও গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করেন না, ইহাই তিনি নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে জানাইতেন। এজন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অনুরোধে অনেকেই লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীর নিকট 'জ্ঞান' ও 'ভক্তির' মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে শ্রীভারতীপাদ বলিলেন---ভক্তি'ই সর্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস, সনকাদি, যুধিষ্ঠিরাদি, প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রুর, উদ্ধবাদি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ মহাজনই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাদের কেহ পূর্ব পূর্ব জ্ঞানানুরাগ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াও ভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া মহাজনানুমোদিত ভক্তিপথই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজীবের একমাত্র বরণীয় বস্তু। মহাপ্রভু ভারতীর বাক্য শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ ও নৃত্যকীর্তন করিলেন। একদিন

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আজ্ঞায় যাবতীয় ভক্ত মিলিয়া শ্রীচৈতন্যাবতারের নামগুণলীলাদি কীর্তন আরম্ভ করিলে আচার্য নৃত্য ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। আচার্য নিজে শ্রীচৈতন্যাবতারের গান রচনা করিয়া তাহা ভক্তগণ-সহ কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কীর্তনস্থানে আগমন করিলে অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে ভক্তগণ আরও অধিকতর উল্লাসের সহিত শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম-গুণ-লীলা-কীর্তন করিতে লাগিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু নিজ ভক্তভাব স্বীকারকারী প্রচ্ছন্ন অবতারের তাৎপর্য-সংরক্ষণার্থ স্থানত্যাগ করিলেন এবং বাসায় গমনপূর্বক কোপলীলায় শয়ন করিলেন। শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রচ্ছন্ন অবতারে আত্মগোপনের কথা ইঙ্গিতে জানাইলে শ্রীবাস 'হস্তের দ্বারা সূর্যাচ্ছাদনে'র সঙ্কেত করিয়া জানাইলেন যে, স্বপ্রকাশ বস্তুকে কখনও আচ্ছাদন করিয়া লুকাইয়া রাখা যায় না। বরং হস্তদ্বারা সূর্যাচ্ছাদন সম্ভব, তথাপি যে শ্রীচৈতন্যাবতারের জয়-ঘোষণা আসমুদ্রহিমাচল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে গোপন করা অসম্ভব; এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্তন করিতে করিতে বিভিন্ন দেশবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীবাসকর্তৃক বৈষ্ণবগণের আচরণ সমর্থন করিবার আরও সুযোগ হইল। তাহাতে মহাপ্রভু নিজ পরাজয় স্বীকারপূর্বক ভক্তি-মহিমা বাড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারিত্ব শ্রৌতপ্রণালীতে গ্রাহ্য। শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যাঁহাকে পরতত্ত্ব অবতারী বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত, তাঁহাকে পরতত্ত্ব না বলিয়া অন্য বিচারের আবাহন পাষণ্ডতামাত্র। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্নিধানে শ্রীরূপ-সনাতন আগমন করিয়া আত্মদৈন্য প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেন এবং প্রেমভক্তি লাভের জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর চরণে প্রণত হইতে বলিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে 'ভক্তির ভাণ্ডারী' বলিলেন আচার্য মহাপ্রভুকে ভাণ্ডারের মালিক এবং মালিকের আদেশেই ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারের দ্রব্য-প্রদানের ক্ষমতা বা মহাপ্রভুর অধীনত্ব জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে মথুরামণ্ডলে গমনপূর্বক পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিগণকে অনাচার ও দুরাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার-পূর্বক তথায় শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু সাকর-মল্লিলকে তৃতীয় সংস্কারসূচক 'সনাতন'-নাম প্রদান করিলেন। শ্রীবাসের নিকট মহাপ্রভু অদ্বৈতের বৈষ্ণবতার-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে শুক-প্রহ্লাদাদির সমান বৈষ্ণব বলিলে মহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ-পূর্বক শ্রীবাসকে ছিপষষ্টি লইয়া মারিতে গেলেন এবং পুরাণপুরুষ উপাদানকারণ-অন্তর্যামী মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শুক-প্রহ্লাদাদি বালকমাত্র জানাইলেন। মহাগ্রন্থকার সিদ্ধবৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের অচিন্ত্যত্ব ও অসমত্বের কথা ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় ভৃগুর উপাখ্যানের দ্বারা সমাধান এবং কেবলমাত্র কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণচরণে শরণগ্রহণ ফলেই দুরবগাহ চরিত্র উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা জানাইয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয়-কীর্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত।।১।।

গৌরনারায়ণ-চরণে কৃপা প্রার্থনা—

জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত।।২।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতারী কৃষ্ণ, সুতরাং রমেশ বিষ্ণুর মূল আকর; তজ্জন্য তিনি রমাকান্ত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর---এই সর্বরসাশ্রিত ভক্তের উপাস্য কৃষ্ণচন্দ্র।।১।।

ভক্তগোষ্ঠীর প্রভুর সঙ্গে কীর্তনানন্দে অবস্থিতি—

হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সংকীর্তন-রঙ্গে।।৩।।

প্রভুপ্রেমবদ্ধ ভক্তগণের প্রভুর জন্য প্রভুর শিশুকালের প্রিয়-সামগ্রী সঙ্গে আনয়ন—

যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্বে শিশুকালে।
সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে।।৪।।
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া।।৫।।

প্রভুপ্রিয় দ্রব্য রন্ধন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ—

সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ।।৬।।

ভক্তদ্রব্য-গ্রহণে প্রভুর প্রীতি—

যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন।।৭।।

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ লক্ষ্মীর অংশ; রন্ধন-সেবায় পরম-নিপুণা—

শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি।।৮।।

তাঁহাদের মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম—

নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার।।৯।।

প্রভুর পূর্বপ্রিয় ব্যঞ্জনাদি-রন্ধন-দ্বারা বৈষ্ণবীগণের মহাপ্রভুর সেবা—

পূর্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে।।১০।।
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন।।১১।।

ভিক্ষার জন্য অদ্বৈতের প্রভুকে অনুরোধ—

একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা—"আজি ভিক্ষা কর ইথি।।১২।।
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু, রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে।।"১৩।।

প্রভুর উক্তি—আচার্যপ্রদত্ত অন্ন কৃষ্ণভক্তি-সাধক ও প্রভুর পরমপ্রিয় বস্তু—

প্রভু বলে,—"যে জন তোমার অন্ন খায়।
'কৃষ্ণ ভক্তি', 'কৃষ্ণ' সে-ই পায় সর্বথায়।।১৪।।
আচার্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন।।১৫।।
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন।।১৬।।

অদ্বৈতাচার্যের আনন্দ—

শুনিঞা প্রভুর ভক্ত-বৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি।।১৭।।

অদ্বৈতের বাসায় প্রত্যাবর্তন; মহাপ্রভুর ভিক্ষার সজ্জা, অদ্বৈতগৃহিণীর রন্ধনাদি-কার্য—

পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা।।১৮।।
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য হই' হরষিতা।।১৯।।

অদ্বৈতপত্নী-কর্তৃক গৌড়দেশানীত প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যাদি-প্রদান—

প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে।।২০।।

অদ্বৈতের স্বহস্তে রন্ধন—

রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি' হৃদয়ে বিজয়।।২১।।
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
যতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে।।২২।।

বিবিধ প্রভুপ্রিয়-শাক-রন্ধন—

'শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি' ইহা জানি'।
নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি'।।২৩।।

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ শ্রীলক্ষ্মীরই অংশ। ভগবানের দাসদাসী জীবগণ ভগবচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ হইলেও স্বরূপতঃ তটস্থ-শক্তির পরিণতি, সুতরাং শক্ত্যংশ। স্বরূপ-বোধের অভাবে তাঁহাদের অন্যথা-রূপে স্বরূপভ্রান্তি, কিন্তু বৈষ্ণব গৃহিণীগণ নিজ অন্যথা-রূপের পরিবর্তে মুক্তাবস্থায় হরিসেবা-পরা।।৮।।

আচার্য রান্ধেন, পতিব্রতা কার্য করে।
দুই জনা ভাসে যেন আনন্দসাগরে।।২৪।।

অদ্বৈতের চিন্তা—সন্ন্যাসীগোষ্ঠীসহ প্রভুর আগমনে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচ-সম্ভাবনা—

অদ্বৈত বলেন,—"শুন কৃষ্ণদাসের মাতা!
তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা।।২৫।।
যত কিছু এই মোরা করিলুঁ সম্ভার।
কোন্‌রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার।।২৬।।
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা।।২৭।।
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি'।।২৮।।
সবেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা।
প্রভু-সঙ্গে সব আসি' প্রীতে করেন ভিক্ষা।।"২৯।।

অন্তরে প্রভুর একাকী ভিক্ষার্থ আগমন-কামনা—

অদ্বৈত চিন্তেন মনে "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি' করেন বিজয়।।৩০।।
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে।।"৩১।।
এইমত মনে চিন্তে' অদ্বৈত-আচার্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি' সেই কার্য।।৩২।।

প্রভু ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়ার সঙ্কল্প করিয়া বহির্গমন—

ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন।।৩৩।।
যে সব সন্ন্যাসী প্রভু সঙ্গে ভিক্ষা করে।
তাঁ'রা-সব চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে।।৩৪।।

অদ্বৈতের অভিলাষানুকূল দৈব দুর্যোগ—

হেনকালে মহা-ঝড়-বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে।।৩৫।।
শিলাবৃষ্টি চতুর্দিগে বাজে ঝন্‌ঝনা।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা।।৩৬।।
সর্বদিগ অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়।।৩৭।।
হেন ঝড় বহে, কেহ স্থির হৈতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কা'রে।।৩৮।।

অদ্বৈতের রন্ধন-কার্যের স্থানে ঝড়বর্ষাদির স্বল্প প্রকাশ—

সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ।।৩৯।।

দুর্যোগে প্রভুর ভিক্ষার সঙ্গী সন্ন্যাসিগণের পরস্পর সঙ্গ-বিচ্ছেদ—

যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
নাহিক উদ্দেশ কা'রো কেবা গেলা কতি।।৪০।।

অদ্বৈতের ভোগসজ্জা—

এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি' থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন।।৪১।।
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক।।৪২।।

একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমনের জন্য অদ্বৈতের ধ্যান—

সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি।।৪৩।।
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে।
এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতে।।৪৪।।

একেশ্বর মহাপ্রভুর অদ্বৈত-গৃহে আগমন—

সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয়।।৪৫।।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি' প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি' অদ্বৈত-সম্মুখে।।৪৬।।

কৃষ্ণদাস---অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র।।২৫।।

সংখ্যা-নাম----নির্বন্ধ-করিয়া নিরূপিত সংখ্যায় শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ, ইহার বিপরীত অসংখ্যাত নামগ্রহণ। 'গ্রহণ' শব্দে 'কীর্তন' বুঝায়।।৩৩।।

অদ্বৈতের প্রভুকে নমস্কার ও আসন-প্রদান—

সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি'।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি।।৪৭।।

সপত্নীক অদ্বৈতের মনের সাধে সেবা—

ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল।।৪৮।।
হরিষে করেন পত্নীসহিতে সেবন।
পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন-ব্যজন।।৪৯।।
বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে।।৫০।।
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে।।৫১।।
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন।।৫২।।
অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা? ৫৩।।
যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সবার।।"৫৪।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈতের রন্ধন-প্রশংসা—

হাসিয়া বলেন প্রভু,—"শুনহ আচার্য।
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য? ৫৫।।
আমি ত' এমত কভু নাহি খাই শাক।
সকলি বিচিত্র-যত করিয়াছ পাক।।"৫৬।।

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ—

যত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু সব খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।৫৭।।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন, প্রভু সব করেন স্বীকার।।৫৮।।
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম।।৫৯।।

অদ্বৈতের ইন্দ্রস্তব—

পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন।।৬০।।

কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য করায় ইন্দ্রের বৈষ্ণবত্ব ও পূজ্যত্ব—

"আজি ইন্দ্র, জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব'।।৬১।।
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্পজল।
আজি ইন্দ্র, তুমি মোরে কিনিলা কেবল।।"৬২।।

প্রভু-কর্তৃক অদ্বৈতের ইন্দ্রস্তবের কারণ-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বলে,—"আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহা? কহ দেখি মোর প্রতি।।"৬৩।।

অদ্বৈতাচার্যের গোপন করিবার চেষ্টা—

অদ্বৈত বলেন,—"তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ।।"৬৪।।

অন্তর্যামী গৌরসুন্দরের উক্তি—দৈব-দুর্যোগ
অদ্বৈতাচার্যের ইচ্ছায়ই সঙ্ঘটিত—

প্রভু বলে,—"আর কেনে লুকাও আচার্য!
যত ঝড় বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য।।৬৫।।
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাৎ।
মহাঝড়, মহাবৃষ্টি, মহাশিলাপাত।।৬৬।।
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ, তাহা বুঝিল সাক্ষাত।।৬৭।।
যে লাগি' ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া।।৬৮।।
'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি' এই তোমার মন।।৬৯।।
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল।।৭০।।
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া।।৭১।।

এড়েন----অবশিষ্ট রাখেন, পরিত্যাগ করেন।।৫২।।

অনুভব----প্রভাব, মহিমা।।৬১।।

অদ্বৈতাচার্যের সেবা করায় ইন্দ্রের সৌভাগ্য—

ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমারে কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি।।৭২।।

স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহার বাক্যপালনকারী, তাঁহার আজ্ঞায় ঝড়বর্ষার আবির্ভাব নগণ্য—

কৃষ্ণ না করেন যাঁ'র সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্বথা।।৭৩।।
কৃষ্ণচন্দ্র যাঁ'র বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তা'রে এই ঝড় বরিষণ।।৭৪।।
যম, কাল, মৃত্যু যাঁ'র আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাঁ'র পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে।।৭৫।।
যে-তোমা'-স্মরণে সর্ববন্ধ-বিমোচন।
কি বিচিত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ।।৭৬।।
তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে।।৭৭।।"

অদ্বৈতাচার্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা-বরণ; প্রভুর সেবকসূত্রে এইরূপ বল নিত্যকাম্য—

অদ্বৈত বলেন,—"তুমি সেবক-বৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল।।৭৮।।
সর্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর–'মোরে না ছাড়িবা কোন কালে'।।"৭৯।।

এইরূপ পরস্পরের কথা-প্রসঙ্গে প্রভুর ভোজন-সমাপ্তি—

এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে।।৮০।।

অদ্বৈতাচার্যের শ্রীমুখের কথা-অবিশ্বাসকারী অদ্বৈতানুগ-নামের কলঙ্ক ও অদ্বৈতের অদৃশ্য—

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা।।৮১।।
শুনিতে এ সব কথা যা'র প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতে অদৃশ্য নিশ্চয়।।৮২।।
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্বথা।।৮৩।।
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত।।৮৪।।
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়'।
জগতের ত্রাণ লাগি' কৃপালু হৃদয়।।৮৫।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যাঁ'র।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁ'র।।৮৬।।

শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-লীলাপ্রসঙ্গ-শ্রবণে কল্যাণ ফল-লাভ—

ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তা'র সর্বত্র কল্যাণ।।৮৭।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসায় প্রত্যাবর্তন—

অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।।৮৮।।

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ গৌরহরি—

এই মত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ-ঘরে।
ভিক্ষা করি' সবারেই পূর্ণকাম করে।।৮৯।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কেবলমাত্র শ্রীমহাপ্রভুকে ভোজন করাইয়া প্রীতিলাভ করিবেন, বাসনা করায় দেবরাজ ইন্দ্র দৈবদুর্বিপাক ঘটাইয়া তাঁহার সহিত অপর যতিগণের আসিবার সুযোগ দেন নাই, তৎফলে মহাপ্রভু একাকী আসায়, অদ্বৈতপ্রভু সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করাইয়াছিলেন। এইকথা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বীয় দাসগণের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি অদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভৃত্য বিবেচনা না করায় ঐ সকল সত্যঘটনার অনুমোদন করে না,—শ্রীগৌরসুন্দরকে অদ্বৈতের অনুগত বিবেচনা করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর সেবা-বিচার পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পায়। সেই সকল নির্বুদ্ধি প্রাকৃতবিচারপর ব্যক্তি আপনাদিগকে অদ্বৈতানুগত বলিয়া পরিচয় দিলেও উহারা অদর্শনীয় অর্থাৎ উহাদের মুখ দর্শন করিলে দুঃসঙ্গ-জন্য গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা পাপ-মুক্ত হইতে হইবে।।৮২।।

তথ্য। অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে।।৮৬।।

অনুক্ষণ ভক্তগোষ্ঠীসহ সংকীর্তন-নৃত্য—

সর্বগোষ্ঠী লই' নিরবধি সংকীর্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ।।৯০।।

নবদ্বীপাগত দামোদর পণ্ডিতের নিকট শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন—

দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি' আইলা সত্বরে।।৯১।।
দামোদর দেখি' প্রভু আনিয়া নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে।।৯২।।
প্রভু বলে,—"তুমি যে আছিলা তা'ন কাছে।
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?"৯৩।।

নিরপেক্ষ দামোদরের উত্তর—

পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি' ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর।।৯৪।।
"কি বলিলা গোসাঞি, আইর ভক্তি আছে?
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু, তুমি কোন্ কাজে।।৯৫।।
আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁ'র শক্তি।।৯৬।।
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়।।৯৭।।

শচীমাতার মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ও অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার—

অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার।।৯৮।।
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।।৯৯।।

শচীমাতা মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি—

আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস' গোসাঞী।
'বিষ্ণুভক্তি' যাঁ'রে বলে, সে-ই দেখ আই।।১০০।।

দামোদরের পরীক্ষার জন্য প্রভুর এইরূপ প্রশ্ন-লীলা—

মূর্তিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি' জিজ্ঞাস আমারে।।১০১।।

'আই'-শব্দের মাহাত্ম্য—

প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দপ্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।"১০২।।

প্রভুর আনন্দ—

দামোদর-মুখে শুনি' আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দের নাহি সীমা।।১০৩।।

দামোদরকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা—

দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি' প্রেমরসে।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে।।১০৪।।
"আজি দামোদর, তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা।।১০৫।।

ভক্তবৎসল ভগবান্;—অপ্রাকৃত-বাৎসল্য-রস-মহিমা—

যত কিছু বিষ্ণুভক্তি-সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি তা'র।।১০৬।।
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে।
তা'ন ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে।।১০৭।।
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর!
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর।।"১০৮।।
দামোদরপণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি'।
ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে বসিলেন গৌরহরি।।১০৯।।

লোকশিক্ষার্থ প্রভুর ঐরূপ প্রশ্ন ভঙ্গী—

আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে।।১১০।।
বান্ধবের বার্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
'কহ বন্ধুসব, কি কুশলে আছে সবে?'১১১।।

পুত্র-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবার পর ভগবানের জননীর কৃষ্ণভক্তি কিরূপ আছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে দামোদরপণ্ডিত শচীদেবীর ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহ কীর্তন করায় তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল।।১০৩।।

বন্ধুবর্গের কিরূপ কুশল-জিজ্ঞাসা কর্তব্য?
'কুশল'-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?—

'কুশল'-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি' বার্তা লয়েন সবারে।।১১২।।
ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল।।১১৩।।
ধন যশ ভোগ যা'র আছয়ে সকল।
ভক্তি যা'র নাই, তা'র সব অমঙ্গল।।১১৪।।

বিষ্ণুভক্তই ধনবান্—

অদ্য-খাদ্য নাহি যা'র—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত।।১১৫।।

প্রভুর ভিক্ষার্থ-নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে প্রভুর
লক্ষেশ্বর হইবার জন্য আদেশ—

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবা' স্থানে।
ব্যক্ত করি' ইহা করিয়াছেন আপনে।।১১৬।।
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া।।১১৭।।

একমাত্র লক্ষেশ্বরের গৃহেই প্রভুর ভিক্ষা—

তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর।।১১৮।।

বিপ্রগণের উক্তি—

বিপ্রগণ স্তুতি করি' বলেন "গোসাঞি!
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই।।১১৯।।

যে-গৃহে প্রভু ভিক্ষা-স্বীকার করেন না, সেই গৃহ
এখনই দগ্ধ হউক—

তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার।।"১২০।।

প্রতিদিন লক্ষনাম-গ্রহণকারীই লক্ষেশ্বর—

প্রভু বলে,—"জান, 'লক্ষেশ্বর' বলি কা'রে?
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে।।১২১।।

মহাপ্রভুর দামোদরের নিকট শচীদেবীর কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞাসা লীলা লোকশিক্ষার জন্য জানিতে হইবে। ভগবৎসেবকগণ বাৎসল্য-রসে কি প্রকার ঐকান্তিকতার সহিত ভগবৎসেবা করেন, এবং উহাতে ভগবান্ তাঁহাদের কিরূপ প্রেম বাধ্য হন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ শিক্ষা-লীলা।।১১০।।

তথ্য। ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে। কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ।। (ভাঃ ৪।২২।১৪) অত্যুত্তমানাং কুশলপ্রশ্নো লোকসুখেচ্ছয়া। নিত্যাদাপ্তসুখত্বাত্তু ন তেষাং যুজ্যতে ক্বচিৎ।। (নারদীয়ে, ভাগবততাৎপর্য ১।১৪।৩৪) লোকানাং সুখকর্তৃত্বমপেক্ষ্য কুশলং বিভোঃ। পৃচ্ছ্যতে সততানন্দাৎ কথং তস্যেব পৃচ্ছ্যতে।। (পাদ্মে ভাগবততাৎপর্য ২।১।২৬) নন্বন্দা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ। অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা।। (ভাঃ ১০।২৩।২৬) যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।। (ভাঃ ৫।১৮।১২)।।১১২।।

মানবের যতপ্রকার মঙ্গল হইতে পারে, সকলমঙ্গল অপেক্ষা হৃদয়ে ভগবৎসেবা প্রবল থাকিলেই সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল লাভ হয়। পার্থিব যাবতীয় মঙ্গলে বিভূষিত নরনাথগণও ভক্তের ন্যায় মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব—ভগবৎসেবার তারতম্য-বিচারে অতি ক্ষুদ্র।।১১৩।।

তথ্য। অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।। (ভাঃ ১২।১২।৫৫) যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃনুয়াদভীক্ষ্ণং, কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।। (ভাঃ ১২।৩।১৫) কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং, মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ। পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো, দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্।। (ভাঃ ১০।৮৩।৩) একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেহ স্বং কলেবরম্। কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদভৃতম্।। (ভাঃ ৩।৩০।৩১) রাজ্যৈশ্বর্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ। তন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ।। (ভাঃ ১০।৭৩।১০); (ভাঃ ১০।৭।১১-২৩) দ্রষ্টব্য।।১১৩।।

ধন, কীর্তি, ভোগ প্রভৃতি লোভনীয় পদবী দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে। তদ্দ্বারা অভদ্র ও অকল্যাণ উপস্থিত হয়। ভক্তিই সকল-মঙ্গলের আকর।।১১৪।।

সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর।।"১২২।।

বিপ্রগণের লক্ষনাম-গ্রহণে স্বীকারোক্তি—

শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈল মনে মনে।।১২৩।।

প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অনুরোধে বিপ্রগণের লক্ষনাম-গ্রহণ—

"লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা।।"১২৪।।
প্রতি দিন লক্ষ নাম সর্ব-দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে।।১২৫।।
হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তি-সাগরে বিহরে।।১২৬।।

ভক্তি-শিক্ষাদানের জন্যই শ্রীচৈতন্যাবতার—

ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর।।১২৭।।

ভক্তি-ব্যতীত মহাপ্রভুর অন্য-জিজ্ঞাসা নাই—

প্রভু বলে,—"যে জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তা'র নিত্য থাকে পাছে।।"১২৮।।

ভক্তির অসমোর্ধ্বত্ব কীর্তনকারী ব্যতীত অন্যের মুখে গৌরচন্দ্রের অদৃশ্য—

যা'র মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তা'র মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্বথা।।১২৯।।

শ্রীকেশবভারতীর নিকট প্রভুর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তদ্‌বিষয়ে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে।
'ভক্তি, জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে।।১৩০।।
প্রভু বলে,—"জ্ঞান, ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি, কহ ত' করি' দঢ়।।"১৩১।।

বিচারের পর ভারতী-কর্তৃক ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কথন—

কতক্ষণে ভারতী বিচার করি' মনে।
কহিতে লাগিল, গৌরসুন্দরের স্থানে।।১৩২।।

তথ্য। সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো, ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা। বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং, যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ।। (ভাঃ ৩।৫।২) সর্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ। জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্বীরন্ কলামপি।। (ভাঃ ৩।৭।৪১); (ভাঃ ৩।৯।৭-১০); (ভাঃ ১০।৫১।৪৫-৫৭); (ভাঃ ৪৩।৯-১৩) দ্রষ্টব্য। যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্। শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্‌যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্।। (ভাঃ ৫।১৯।১৪)।।১১৪।।

ভোজ্যদ্রব্য-সংগ্রহে অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তিও ভগবৎ সেবাপর-চিত্ত হইলে সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিপতি ভগবান্ তাঁহার নিজপ্রভু হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির তুল্য ধনৈশ্বর্যবান্ আর কেহ হইতে পারে না।।১১৫।।

তথ্য। ন মোহকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ। (ভাঃ ১।৮।২৭)।।১১৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—যিনি প্রতিদিন লক্ষনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহে ভগবান্ সেবিত হন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। যিনি লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহার নিকট হইতে ভগবান্ নৈবেদ্য স্বীকার দ্বারা সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন না। ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিবেন; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই ন্যূনকল্পে লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন । নতুবা গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন না।।১২১।।

শ্রীচৈতন্যভক্তগণ অভক্তের সহিত সম্ভাষণ করেন না। যিনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের কথায় প্রমত্ত, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে নাই। প্রত্যেহ লক্ষ নাম গ্রহণ না করিলে পতিত ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়; তখন আর তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারে না। লক্ষেশ্বর ব্যতীত গৌরভক্তির আদর্শ গৌড়ীয়গণ কেহই স্বীকার করেন না। অধঃপতিত বা 'অধঃপেতে'গণ একমাত্র ভজন শব্দ-বাচ্য শ্রীনাম-ভজনে বিমুখতা-বশতঃ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অন্য ভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না।।১২৭।।

ভারতী বলেন,—"মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা' হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব।।"১৩৩।।

ন্যাসিগণ যখন জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তখন জ্ঞান হইতে ভক্তি বড় কেন?—

প্রভু বলে,—"জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে।।"১৩৪।।

ভারতীর উত্তর—

ভারতী বলেন,—"তা'রা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার।।"১৩৫।।
বেদশাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবোধে সে অন্য পথে যায়।।১৩৬।।

শ্রেষ্ঠমহাজনগণ সকলেই ভক্তির উপদেশক—

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস।।১৩৭।।
প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব।।১৩৮।।
'ভক্তি' সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে 'ভক্তি' মাগে কি কারণে? ১৩৯।।
বিনা বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি' ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ।।১৪০।।

বিষ্ণুর নিকট ব্রহ্মার ভক্তিবর প্রার্থনা—

সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান।।১৪১।।

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৩০)—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।।১৪২।।
"কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই' যেন তোমা' সেবিয়ে সর্বথা।।১৪৩।।

মহাজন সম্প্রদায় সর্বত্যাগ করিয়া ভক্তিরই প্রার্থী—

এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি' ভক্তিমাত্র চায়।।১৪৪।।

তথ্য। সর্বমঙ্গলমূর্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী।। (ভাঃ রঃ সিন্ধুঃ ১।৩।৯) ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।। (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)।।১২৮।।

অভিধেয়-বিচারে 'ভক্তি'ই যে একমাত্র অবলম্বনীয়া, ইহা যিনি স্বীকার করেন না, তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর 'গৌড়ীয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। স্বীকার করা দূরে থাকুক্, উহার মুখ-দর্শনকেও ভক্ত্যনুকূল বলিয়া বিবেচনা করেন না।।১২৯।।

তথ্য। জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা।। (তন্ত্রবচন,—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৭) স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। (ভাঃ ১।২।৬) অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্।। (ভাঃ ১।২।২২) নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।। (ভাঃ ১০।৯।২১)।।১৩৩।।

তথ্য। তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।। (মহাভারত বনপর্ব ৩১৩।১১৭) ভাঃ ১১।২৩।৫৭ দ্রষ্টব্য।।১৩৫।।

তথ্য। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিম্ভজেৎ।। (ছন্দোগপরিশিষ্টে শাতাতপী শ্রুতিঃ হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৩৫) ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ।। ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ।। (ভাঃ ২।২।৩৩-৩৪) তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা। তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ।। (৪।১৮।৪-৫)।।১৩৬।।

তথাহি (বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৮)—

প্রমাণ-বাক্য—

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।১৪৫।।
স্বকর্মফলনির্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ, ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।।১৪৬।।

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৭)—

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানে রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে।।১৪৭।।
''অতএব সর্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ।।''১৪৮।।

তথাহি (মহাভারত বনপর্ব ৩১৩।১।১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।১৪৯।।

ভারতীর মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে প্রভুর আনন্দ-হুঙ্কার-গর্জন ও প্রপঞ্চে প্রকটলীলা-সংরক্ষণের কারণ-নির্দেশ—

'ভক্তি বড়' শুনি' প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি' গর্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে।।১৫০।।
প্রভু বলে,—''আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে।।১৫১।।

তথ্য। সমগ্র ভাগবত দ্রষ্টব্য। শ্রীহরিভক্তিকল্প লতিকা ২।৪ দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃত ভক্তামৃত ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১৩৭-৩৮।।

মহাজনের পথ ও বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য—কেবলা ভক্তি। যে সকল ভাগ্যহীন জন তাহা বুঝিতে পারে না, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া 'অবৈদিক' হইয়া পড়ে। ব্রহ্মা ও শিবাদি সকলেই ভগবানের ভক্ত। যদি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ বিচার থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল মহাজন কখনও ভক্তিপথ আশ্রয় করিতেন না, তাঁহারা জ্ঞানিমাত্র থাকিতেন। কেশব-ভারতী বিচারদ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে, মহাজনের বিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই লক্ষিত হয়। জ্ঞানিগণের প্রাপ্য মুক্তি পরিহার করিয়া সকল মহাজনই ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছেন।।১৪০।।

অন্বয়। (হে) নাথ, তৎ (তস্মাৎ) ভবে (অত্র ব্রহ্মজন্মনি) অন্যত্র তিরশ্চাং বা (পশুপক্ষ্যাদীনামপি মধ্যে বা যজ্জন্ম তস্মিন্ বা) যেন (ভাগ্যেন) অহং ভবজ্জনানাং (ভক্তানাং মধ্যে) একঃ (অন্যতমঃ) অপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে (আরাধয়িষ্যামি) সঃ ভূরিভাগঃ (মহদ্‌ভাগ্যং অস্তু)।।১৪২।।

অনুবাদ। হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক, কিম্বা পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব-সেবা করিতে পারি; আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক।।১৪২।।

দেব-ব্রাহ্মণাদি উন্নত জন্ম হউক্ বা না হউক্, যেন ভগবানের দাস্য কোন দিনই বিস্মৃত না হই।।১৪৩।।

অন্বয়। হে নাথ (প্রভো) অচ্যুত! যেষু যেষু (বিবিধেষু ভাবেষু) যোনিসহস্রেষু (অসংখ্যাসু যোনিসু) ব্রজামি (জনিষ্যে ইত্যর্থঃ) তেষু তেষু (সর্বেষু বিবিধেষু জন্মসু) ত্বয়ি (মম) সদা (নিত্যাকালং) অচ্যুতা (অস্খলিতা অবিচ্ছিন্নেত্যর্থঃ) ভক্তিঃ অস্তু।।১৪৫।।

অনুবাদ। হে প্রভো, অচ্যুত, আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই যোনিতেই যেন তোমাতে আমার নিরন্তর অস্খলিতা ভক্তি বিরাজিত থাকে।।১৪৫।।

অন্বয়। স্বকর্মফলনির্দিষ্টা (স্বীয়কর্মফলনিরূপিতাং) যাং যাং যোনিং (জন্মস্থানং ক্ষেত্রমিত্যর্থঃ) অহং ব্রজামি (প্রাপ্নোমি) হে হৃষীকেশ তস্যাং তস্যাং ত্বয়ি (ভগবতি) মে (মম) দৃঢ়াঃ (অচলাঃ) ভক্তিঃ অস্তু (ভবতু)।।১৪৬।।

অনুবাদ। আমি নিজকর্মফলানুসারে যে যে যোনিতেই গমন করি না কেন, হে হৃষীকেশ, সেই সেই যোনিতেই আমার তোমাতে অচলা ভক্তি হউক্।।১৪৬।।

অন্বয়। ঈশ্বরেচ্ছয়া (শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছাবশাৎ) কর্মভিঃ (স্বোপার্জিতৈঃ পুণ্যাপুণ্যৈঃ হেতুভিঃ) যত্র ক্ব অপি (উচ্চ-যোনিষু নিম্ন-যোনিষু বা যত্র কুত্রাপি) ভ্রাম্যমাণানাং (ভ্রমণশীলানাং) নঃ (অস্মাকম্ ইত্যর্থঃ) মঙ্গলাচরিতৈঃ (মঙ্গলানুষ্ঠানৈঃ) দানৈঃ (চ) ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (আসক্তিঃ প্রেম) স্যাৎ।।১৪৭।।

যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র-ভিতরে।।''১৫২।।

আনন্দে গুরু ও শিষ্যের পরস্পর প্রণতি—

সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীতমনে।।১৫৩।।

ভক্তিকথাবিমুখ ব্যক্তির তপস্যা, শিখাসূত্র-ত্যাগ সকলই পণ্ড পরিশ্রম—

প্রভু বলে,—''যা'র মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, শিখা-সূত্র-ত্যাগ তা'র সব বৃথা।।''১৫৪।।

প্রভুর ভক্তি-ব্যতীত অন্যশিক্ষা-প্রচার নাই—

ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার।।১৫৫।।
রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ।
সর্বদা করেন নৃত্য-কীর্তন-গর্জন।।১৫৬।।

একদিন অদ্বৈতের অনুরোধে ভক্তগণের চৈতন্য-নাম-গুণ-লীলাগান—

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি।।১৫৭।।

''শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায়।।১৫৮।।

সর্বাবতারী শ্রীচৈতন্য—

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি।।১৫৯।।
যে প্রভু করিল সর্বজগত-উদ্ধার।
আমা'-সবা' যে লাগি' গৌরাঙ্গ-অবতার।।১৬০।।
সর্বত্র আমরা যাঁ'র প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত।।১৬১।।

অদ্বৈতের নৃত্যবাসনা ও অপর ভক্তগণকে সর্বাবতারী শ্রীচৈতন্যের যশঃ-কীর্তনে অনুরোধ—

নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও।
সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও।।''১৬২।।

মহাপ্রভুর ক্রোধাশঙ্কা সত্ত্বেও অদ্বৈতাদেশ অলঙ্ঘ্য-বিচারে সকলের শ্রীচৈতন্যাবতার-সংকীর্তন ও অদ্বৈতের হর্ষ—

প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সবার এই ডর।।১৬৩।।

অনুবাদ। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে কর্মবশতঃ যে স্থানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বত্রই যেন মঙ্গলানুষ্ঠানদ্বারা আমাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আসক্তি লাভ হয়।।১৪৭।।

অন্বয়। ('বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ দৃশ্যতে)। তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (অস্থিরঃ নাচলঃ), শ্রুতয়ঃ অপি (বিভিন্নাঃ, অধিকারভেদেন বিরোধ প্রদর্শনপরাঃ); অসৌ ঋষিঃ ন (বাচ্যঃ), যস্য মতং (সিদ্ধান্তং) ভিন্নং ন (আসীৎ); (এবম্বিধে তর্কপ্রধানযুগে) ধর্মস্য (সনাতন-জৈব-ধর্মস্য) তত্ত্বং গুহায়াং (সাধারণলোকলোচনাগোচর-শুদ্ধসজ্জনসম্প্রদায়ৈক হৃদগহ্বরে) নিহিতং (পিহিতং লুক্কায়িতম্; অতঃ) যেন (সৎপথা) মহাজনঃ (পূর্বতমঃ অধোক্ষজাচ্যুত-সেবকঃ সজ্জনঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ) স (এব) পন্থাঃ (শুদ্ধমার্গঃ)।।১৪৯।।

অনুবাদ। তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য; শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন; যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে-পথকে 'শাস্ত্রপথ' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।।১৪৯।।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,----শুধু ভক্তির শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন করিবার জন্যই আমি জগতে এতদিন বাস করিলাম। গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া যদি কেশবভারতী ভক্তির অবমাননা করিতেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দর সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া লীলা সম্বরণ করিতেন।।১৫১।।

যদি কৃষ্ণানুশীলনরত জনগণের মুখে ভক্তিকথা শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে যাবতীয় কৃচ্ছসাধ্য ব্রত, তপস্যা, শিখাসূত্র-ত্যাগপূর্বক একদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণাদি সমস্তই অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।।১৫৪।।

তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার।।১৬৪।।
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল।।১৬৫।।

নিত্য পুরাতন নব-অবতারের যশোগানে সকল বৈষ্ণবের আনন্দ—

নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ।।১৬৬।।

অদ্বৈতের চৈতন্যগীত ও সংকীর্তন-মুখে নৃত্য—

আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি'।।১৬৭।।

অদ্বৈতের শ্রীমুখের পদ—

"শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।।"১৬৮।।
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ।।১৬৯।।

বিভিন্ন ভক্তগণের বিভিন্ন গৌরনাম-কীর্তন—

কেহ বলে,—"জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।
কেহ বলে,—"জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ।।১৭০।।
জয় সংকীর্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল।।"১৭১।।

অদ্বৈতের নৃত্য এবং সকলের চৈতন্যের গুণ, লীলা ও নামকীর্তন—

নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম-নাম।।১৭২।।

শ্রীরাগ—

"পুলকে চরিত গা'য়, সুখে গড়াগড়ি' যায়,
দেখরে চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি',
সংকীর্তনে করেন বিহারা।।১৭৩।।
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিতভুজ সাজে রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর, আপনা-রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচেরে।।ধ্রু।।১৭৪।।

অদ্বৈত-রচিত চৈতন্য-গীত—

জয় শ্রীগৌরসুন্দর, পরম করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া।।"১৭৫।।

ভক্তগণের উপরি-উক্ত পদাবলী-কীর্তন ও অদ্বৈতের নৃত্য—

এই সব কীর্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি' শ্রীগৌর-চরণ।।১৭৬।।
নব-অবতারের নূতন পদ শুনি'।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি।।১৭৭।।
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ।।১৭৮।।

উচ্চকীর্তন-ধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর আগমন—

পরম-উদ্দাম শুনি' কীর্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইল ন্যাসিমণি।।১৭৯।।

প্রভুর দর্শনে ভক্তগণের অধিকতর উল্লাসে প্রভুর নাম-গুণ-কীর্তন ও অদ্বৈতের নৃত্যোল্লাস—

প্রভু দেখি' ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে।।১৮০।।
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয়।।১৮১।।

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তি-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অবান্তর অনুষ্ঠান কখনও স্বীকার করেন না।।১৫৬।।

সমবায়----একত্র সম্মেলন।।১৫৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্তনপ্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন----একথা জগতে প্রসিদ্ধ। "সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্" ----শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী।।১৬১।।

লোকশিক্ষক মহাপ্রভুর নিরন্তর কৃষ্ণদাসাভিমান—

নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বলয়ে আর।।১৮২।।
হেন কা'রো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস'-বিনে।।১৮৩।।
তথাপিহ সবে অদ্বৈতের বল ধরি'।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি।।১৮৪।।

শিক্ষাগুরুলীল ভগবানের আত্মস্তুতিশ্রবণে স্থান-পরিত্যাগ—

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি'।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি।।১৮৫।।
সবা' শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বাসায় চলিলা শুনি' আপন কীর্তন।।১৮৬।।

সকলেই বাস্তবসত্য-প্রচারে নির্ভয়—

তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয়।।১৮৭।।
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সবে দেখে—প্রভু আছে কীর্তন-ভিতরে।।১৮৮।।
মত্তপ্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায়।।১৮৯।।

শ্রীচৈতন্যযশের প্রতি মৎসর ব্যক্তির সকলই নিষ্ফল—

শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য তাহার।।১৯০।।

ভক্তগণের পরানন্দ-সুখ ও তৎসঙ্গ প্রভাব—

এই মত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।
সর্বকাল করেন শ্রীহরি-সংকীর্তন।।১৯১।।
এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে।।১৯২।।
নৃত্য গীত করি' সবে মহা ভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন।।১৯৩।।

কোপলীলা প্রকাশপূর্বক প্রভুর শয়ন—

শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ কীর্তন শুনিয়া।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া।।১৯৪।।

প্রভুর নিকট ভক্তগণের আগমন-বার্তা
গোবিন্দ-কর্তৃক জ্ঞাপন—

সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
"বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে।।"১৯৫।।

সকলের প্রভু সমীপে গমন—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চা'হেন কা'রো ভিতে।।১৯৬।।
ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্ত গণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ।।১৯৭।।

স্বয়ং পরতত্ত্ব লোকশিক্ষকলীল মহাপ্রভু-কর্তৃক জীবের
অবতার সাজিবার আনুকরণিক পাষণ্ডতা-নিরাসের
আদর্শ স্থাপনার্থ ভক্তগণের কার্যের
যুক্তিযুক্ততার প্রশ্ন—

ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিলা,—"অয়ে বৈষ্ণব-সকল।।১৯৮।।
অহে অহে শ্রীনিবাসপণ্ডিত উদার!
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার।।১৯৯।।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্তন।
কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন।।"২০০।।

মহাবক্তা শ্রীবাসের উত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি!
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই।।২০১।।
যেন করায়েন যেন বলায়েন ঈশ্বরে।
সে-ই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে।।"২০২।।
প্রভু বলে,—"তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, কেনে তা'রে করহ বিদিত।।"২০৩।।

ব্রহ্মচর্য ও তুর্যাশ্রম—গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তত্তৎ আশ্রমস্থ হইয়াও শ্রীচৈতন্যের বিজয়ে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহাদের আশ্রম-ধর্মপালন ব্যর্থ হয়।।১৯০।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে বলিলেন—তোমরা পণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণনাম-গানের পরিবর্তে গৌরকীর্তন আরম্ভ করিলে।

শ্রীবাসের হস্তদ্বারা সূর্য-আচ্ছাদন ও প্রভুর জিজ্ঞাসায় তৎসঙ্কেতের ব্যাখ্যা—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে'।।২০৪।।
প্রভু বলে,—"কি সঙ্কেত কৈলে হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত' ভাঙ্গিয়া।।"২০৫।।
শ্রীবাস বলেন,—"হস্তে সূর্য ঢাকিলাঙ।
তোমারে বিদিত করি' এই কহিলাঙ।।২০৬।।
হস্তে কি কখন পারি সূর্য আচ্ছাদিতে।
সেই মত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে।।২০৭।।
সূর্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত।।২০৮।।

হস্তদ্বারা সূর্যাচ্ছাদন সম্ভব হইলেও আসমুদ্র-হিমাচলে পরিব্যাপ্ত গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত যশঃ গোপন অসম্ভব—

যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে।
লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি' তাঁ'রে।।২০৯।।
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্যন্ত।
তোমার নির্মল যশে পূরিল দিগন্ত।।২১০।।

গৌরকীর্তনে আব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ—

আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে।।"২১১।।
সর্বকাল ভক্তজয় বাড়ান ঈশ্বরে।
হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি' দ্বারে।।২১২।।

বিভিন্ন দেশের অসংখ্য লোকের চৈতন্য-নাম গুণ-লীলা সংকীর্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ আগমন—

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার।।২১৩।।
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী।।২১৪।।
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন।।২১৫।।
'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতূহলী।।২১৬।।
জয় জয় পরম সন্ন্যাসিরূপধারী।
জয় জয় সংকীর্তন-লম্পট-মুরারি।।২১৭।।
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্বজগতের উপকারী।।২১৮।।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।
এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন।।২১৯।।

এই সুযোগে শ্রীবাসের উক্তি—

শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু, এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা।।২২০।।

ভগবৎপ্রেরণায়ই লোকের হৃদয়ে ভগবন্নাম-গুণ-লীলা-কীর্তন স্ফূর্তি—

মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু, সকল সংসারে।।২২১।।
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ!
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত।।২২২।।
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যা'রে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে।।"২২৩।।

শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—"তুমি নিজশক্তি প্রকাশিয়া।
বলাও লোকের মুখে জানিলাঙ ইহা।।২২৪।।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া আপনাকে লুকাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন সেই কথা উদ্‌ঘাটিত করিয়া তোমাদের কি ফল লাভ হইবে?২০৩।।

সঙ্কীর্তন-লম্পট—সকলপ্রকার সাধনভজনাদি অপেক্ষা কৃষ্ণসঙ্কীর্তনে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট।।২১৭।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ অবতারী কৃষ্ণ, কিন্তু শ্রীগৌরমূর্তিতে ভক্তবেষ প্রকাশ করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়াছিলেন। আর সাক্ষাৎ সঙ্কীর্তন-মূর্তি শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত-কথিত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"—এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য উপাস্যরূপে প্রকাশিত। যিনি কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করেন, তিনিই গৌরসুন্দরকে জানিতে পারেন। কীর্তন ব্যতীত অন্য প্রকার অনুষ্ঠানরত জনগণ গৌরসুন্দরকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে পরেন না।।২২৩।।

তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত।
জানিলাঙ—তুমি সর্বশক্তি-সমন্বিত।।"২২৫।।

ভক্তজয় বৃদ্ধিকারী ভগবান্—

সর্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয়।
এ তা'ন স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয়।।২২৬।।

ভক্তগণকে বিদায়-দান—

হাস্যমুখে সর্ব বৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায়।।২২৭।।
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি' গায়েন সকল।।২২৮।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তার শ্রৌতপ্রণালীতে গ্রাহ্য; শ্রৌতবাক্য লঙ্ঘনপূর্বক অশ্রৌত আনুকরণিকগণের ক্ষুদ্র জীবকে অবতার সাজাইবার চেষ্টা পাষণ্ডতা—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।।"২২৯।।
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া।।২৩০।।

ভগবত্তার বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ—

শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন।।২৩১।।
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কা'রো পাদপদ্মে না জন্ময়।।২৩২।।
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে'।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে।।২৩৩।।

সর্ব বৈষ্ণবের শ্রৌতবাক্যের আদরে বরণই সর্বত্র বিজয়লাভের সেতু—

সর্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্বত্র বিজয়।।২৩৪।।

ভক্তগণ-বেষ্টিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুক্ষণ হরিকীর্তন—

হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর।।২৩৫।।
প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ বসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল।।২৩৬।।
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসি-চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি' হরিধ্বনি।।২৩৭।।

দুই মহাভাগ্যবান্ পুরুষের প্রভু-সন্নিধানে আগমন—

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান।।২৩৮।।

রূপ-সনাতনের প্রভুপদে নতি ও কাকুর্বাদ—

সাকর-মল্লিক, আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি।।২৩৯।।
দূরে থাকি, দুই ভাই দণ্ডবত করি'।
কাকুর্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি'।।২৪০।।
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্বলোক ধন্য।।২৪১।।
জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসি-রূপধারী।।২৪২।।

তথ্য। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভূং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। (মুণ্ডক ১।১।৬) যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ। তদেবর্তং তদুসত্যমাহুস্তদেব ব্রহ্মপরং কবীনাম্।। (নারায়ণোপনিষৎ) এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহূর্তাৎ নশ্যেয়ম্ ঈশোঽহং জগতাং গুরুঃ।। মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।। (মহাভারত শান্তি ৩৪১।৪৩-৪৫ লঘুভাগবতামৃত ১৪৫ সংখ্যাধৃত) ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রাসাদং কুরুতে সবৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।। (মহাভারত শান্তি ৩৩৮। ২০ লঘুভাগবতামৃত ১৪৯ সংখ্যাধৃত) সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ। নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ। পাদ্মে, লঘুভাগবতামৃত ১৫০ সংখ্যাধৃত)।।২২২-২২৩।।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—বিষ্ণুতত্ত্ব ও অন্যান্য গৌরভক্তগণ—অতিপ্রধান ব্যক্তি, সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু ভাগ্যহীন জনগণ নিজবুদ্ধিদোষে ত্রিবিধ দুর্দশাপন্ন জীবকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া স্থাপন করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

জয় জয় সংকীর্তন-বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব-আদি-মধ্য-অন্ত।।২৪৩।।
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার।।২৪৪।।
তবে প্রভু, মোরে না উদ্ধার কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হও প্রভু, সংসারের মাঝে।।২৪৫।।
আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিলুঁ তোমার চরণ—নিজ-হিত।।২৪৬।।
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ।।২৪৭।।
রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা।।২৪৮।।
যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে।।২৪৯।।
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া।।২৫০।।
যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ায় তোমারে।
অবশেষপাত্র যেন হঙ তা'র দ্বারে।।"২৫১।।
এইমত রূপ-সনাতন—দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।।২৫২।।

প্রভুর উত্তর—

কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু দুই-ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া।।২৫৩।।

জীবগণকে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যফল কৃষ্ণপ্রেমলাভ শিক্ষা দিয়াছেন। আর, মনুষ্যে দেবত্বারোপবাদী জনগণ অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানের প্রচারকগণকে কর্মফলবাধ্য জড়পিণ্ডাশ্রিত জ্ঞান না করিয়া তাহাদের প্রতি ভগবত্তার আরোপ করে, উহা তাহাদের বিষম দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ।।২৩০।।

সর্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উদ্ভব। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতা সেই গঙ্গার উদক শিরে ধারণ করেন। অন্য দেবতার পদ হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মলাভের জন্য গঙ্গাদেবী রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবগণের বিচারপদ্ধতি পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণকে গঙ্গায় নিমজ্জিত হইবার ধারণা করাইয়াছেন; কেননা, শ্রীগৌরসুন্দর এতদ্দেশীয় প্রথানুসারে স্বীয় পাদোদ্ভবা জাহ্নবীদেবীকে স্বীয় পাদপদ্মে স্থান দিয়াছিলেন।।২৩২।।

তথ্য। ভাঃ ৯।৪।৬৩—৬৮ ভাঃ ১।৯।৩৭ দ্রষ্টব্য। ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।। (ভাঃ ১১।১৪।১৫) দেবক্যাং দেবরূপিণাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।। তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং, চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।। শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং, পীতাম্বর সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।। (ভাঃ ১০।৩।৮-৯) বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ (ভাঃ ১০।৩।১৩) শঙ্খার্যসিগদাশার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্। বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালা-বিভূষিতম্।। কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্। অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।। (ভাঃ ১০।৬৬।১৩-১৪) অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ, কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।। (ভাঃ ১।১৮।২১) যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।। মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্।। (ভাঃ ১০।৭০।৪৪)।।২৩২-২৩৩।।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উপদেশ ও বিচার যাঁহারা আদরের সহিত গ্রহণ করেন, তাদৃশ সিদ্ধান্তপরায়ণ জনগণই সর্বত্র বিজয় লাভ করেন।।২৩৪।।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনপ্রভুদ্বয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন—'তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা ও মহাবদান্য,—জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য ভক্তবেষ ধারণপূর্বক তুমি জীবের একমাত্র উপাস্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ। তোমার ভক্তগণই তোমার পাদপদ্ম লাভ করাইবার জন্য সমগ্র জগৎকে নিয়োগ করেন। তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইয়া আমি পড়িয়া থাকিব। মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই—গৌরভক্তের ভৃত্য হওয়া। রাজার বিশিষ্ট কর্মচারী হওয়ায় বৈষ্ণবের দাস্যে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। মনুষ্যজন্মের একমাত্র প্রয়োজনই—গৌরানুগত্যে কৃষ্ণসেবা। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করে।।২৫১।।

প্রভু বলে,—"ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি' সংসার-বন্ধন।।২৫৪।।

সমগ্র সংসারই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ, তাহা হইতে উদ্ধার লাভের ন্যায় সৌভাগ্য আর নাই; অদ্বৈতাচার্য প্রেম-ভক্তিদানে সমর্থ—

বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার।।২৫৫।।
প্রেম-ভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি' পড় এই অদ্বৈত-চরণে।।২৫৬।।
ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়।।"২৫৭।।

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীঅদ্বৈতচরণে ভক্তি-প্রার্থনা—

শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে।।২৫৮।।
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন।।২৫৯।।

অদ্বৈতাচার্য সমীপে মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীরূপ-সনাতনের অদ্ভুত বৈরাগ্য-কথন ও শ্রীরূপ-সনাতনকে অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য অনুরোধ—

প্রভু বলে,—"শুন শুন আচার্য-গোসাঞি।
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই।২৬০।।
রাজ্যসুখ ছাড়ি', কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া।।২৬১।।
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দোঁহেরে।
জন্মজন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে।।২৬২।।
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কা'রে মিলে?"২৬৩।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের উক্তি—

অদ্বৈত বলেন,—"প্রভু! সর্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি।।২৬৪।।

ভাণ্ডারের মালিকের আজ্ঞায় ভাণ্ডারীর দানের ক্ষমতা—

প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যা'রে কৃপা কর' যা'র দ্বারে।।২৬৫।।

আচার্যের আশীর্বাদ—

কায়মনোবচনে মোহার এই কথা।
এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্বথা।।"২৬৬।।

প্রভুর উচ্চ হরিধ্বনি—

শুনি' প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি।।২৬৭।।

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর উক্তি—

দবিরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
"এখানে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা।।২৬৮।।
অদ্বৈতের প্রসাদে যে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।।২৬৯।।

শ্রীরূপ-সনাতনকে প্রভুর মথুরায় গমনপূর্বক মূঢ় ও অনাচারী পশ্চিমাদিগকে ভক্তিরস-প্রদান ও প্রভুর জন্য মথুরামণ্ডলে নির্জনস্থান সংগ্রহার্থ আদেশ—

কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া।।২৭০।।
তোমা'-সবা' হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ' ভক্তিরস।।২৭১।।
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা-মণ্ডল।
আমা' থাকিবারে স্থল করিহ বিরল।।"২৭২।।

শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন—"তুমিই ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী, তোমার অনুগ্রহ-ব্যতীত কৃষ্ণসেবক হইয়াও কাহারও কৃষ্ণসেবা লাভ ঘটে না।" তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"ভক্তিভাণ্ডার তোমারই, তুমিই মালিক, তোমার আজ্ঞাক্রমে আমি ভক্তিরক্ষক হইলেও তোমার অনুমতি ব্যতীত উহা কাহাকেও দিতে পারি না।।"২৬৫।।

শ্রীমথুরা-মণ্ডলে বিরোধিগণের প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার বর্তমান। গোকুল ও নন্দালয় প্রভৃতি উহার নিদর্শন। পশ্চিমদেশের অধিবাসিগণের অনেকেই গুণজাত-প্রবৃত্তিক্রমে ভক্তবিদ্বেষী ও তমোভাবাপন্ন। শ্রীগৌর-সেনাপতি শ্রীরূপসনাতন ভক্তিরসের প্লাবন আনিয়া পশ্চিমদেশীয় জনগণের কঠিনহৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন।।২৭১।।

সাকর মল্লিককে মহাপ্রভু-কর্তৃক তৃতীয় সংস্কার-স্বরূপ
'সনাতন' নাম প্রদান—

সাকরমল্লিক নাম ঘুচাইয়া তা'ন।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম।।২৭৩।।

শ্রীরূপ-সনাতন-নামে প্রসিদ্ধি—

অদ্যাপিহ দুই-ভাই—রূপ-সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈল বিখ্যাত-ভুবন।।২৭৪।।

মহাপ্রভু ভক্তের কীর্তি ও মহিমা-প্রকাশক—

যা'র যত কীর্তি ভক্তি-মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার।।২৭৫।।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব।।২৭৬।।
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে।।২৭৭।।
যে ভক্ত যে বস্তু—যাঁ'র যেন অবতার।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী যাঁ'র অংশে জন্ম যাঁ'র।।২৭৮।।
যাঁ'র যেন মত পূজা যাঁ'র যে মহত্ত্ব।
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত।।২৭৯।।

শ্রীবাস-সমীপে প্রভুর অদ্বৈতের
বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন—

একদিন প্রভু বসিয়াছে সুপ্রকাশে।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি-ভক্ত চারি-পাশে।।২৮০।।
শ্রীবাসপণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে।
আচার্যের বার্তা জিজ্ঞাসেন তা'ন স্থানে।।২৮১।।
প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস, কহ ত' আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে।।"২৮২।।
মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়।।"২৮৩।।

শুক বা প্রহ্লাদের সমান অদ্বৈত-মহত্ত্ব, এই উত্তর শ্রবণে
প্রভুর শ্রীবাসের প্রতি স্নেহকোপ ও প্রহার—

অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ, শুক যেন।
শুনি' ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন।।২৮৪।।
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে।।২৮৫।।
"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!!২৮৬।।
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে।।২৮৭।।
এতবড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি।।২৮৮।।
এত বলি' ক্রোধে হাতে ছিপযষ্টি হৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া।।২৮৯।।

অদ্বৈতের নিবারণ—

সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয়।।২৯০।।
"বালকেরে বাপ, শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে।।"২৯১।।

আচার্যের বাক্যে প্রভুর ক্রোধলীলা-সংগোপন ও আবেশে
অদ্বৈত-মহিমা কীর্তন—

আচার্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি' দূর।
আবেশে কহেন তা'ন মহিমা প্রচুর।।২৯২।।
প্রভু বলে,—"তোহারা বালক শিশু মোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূর গেল মোর।।২৯৩।।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত-তত্ত্ব-কথন ও তৎসহ আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ—

মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন।।"২৯৪।।

মালদহে বিধর্মিগণের সেবা-সূত্রে কর্ণাটব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভ্রাতৃদ্বয় 'দবিরখাস' ও 'সাকর-মল্লিক'-নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর 'তৃতীয়' নাম-সংস্কার দিতে গিয়া সাকর-মল্লিকের নাম অবধূত 'সনাতন' ও দবিরখাসের নাম 'শ্রীরূপ' দিয়াছিলেন। 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীসনাতন'-নামদ্বয়ের পরিবর্তে তাঁহারা খরৌষ্টিভাষায় আর পরিচিত ছিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গিয়া নির্জনস্থানে বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রচার করিবার যত্ন করিবেন না; পরন্তু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারাই প্রচার করাইবেন—ইহাই স্থির করিলেন।।২৭২-২৭৩।।

প্রভু বলে,—"অহে শ্রীনিবাস মহাশয়!
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয়।।২৯৫।।
শুক-আদি করি' সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার।।২৯৬।।
অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার।।২৯৭।।
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে।।"২৯৮।।

শ্রীবাসের ক্ষমা-ভিক্ষা—

শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু-বাক্য শুনি' হৈল অতি হরষিত।।২৯৯।।
মহাভয়ে কম্প হই বলেন শ্রীবাস।
"অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ মোরে নাথ।।৩০০।।

প্রভুর বাক্যে শ্রীবাসের অদ্বৈত-পদে দৃঢ়তরা নিষ্ঠা—

তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে।।৩০১।।
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল।।৩০২।।
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে যে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার।।৩০৩।।
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে।।৩০৪।।
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিলুঁ তোমারে প্রভু সত্য করি' অতি।।"৩০৫।।

প্রভুর সন্তোষ—

তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্বপ্রায় আনন্দে বসিল তিন জনে।।৩০৬।।

এ সকল কথা পরমরহস্যময়ী—

পরম-রহস্য এ সকল পুণ্যকথা!
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা।।৩০৭।।
যা'র যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যে বা আগে, যে বা পাছে যা'র যেন শক্তি।।৩০৮।।
সবার সর্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর-রায়।
আর জানে—যে তাহানে ভজে অমায়ায়।।৩০৯।।

বৈষ্ণব-তত্ত্ব জীবের অগম্য—

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অভিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি।।৩১০।।

অক্ষজজ্ঞানে সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষয় ব্যবহারের
নিন্দা মৃত্যুর সেতু—

সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার।।৩১১।।
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার।।৩১২।।

শ্রীবাস-পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে ভক্তকোটির অন্তর্গত বলিলেন, অদ্বৈতপ্রভু শ্রীশুক-প্রহ্লাদের ন্যায়----শ্রীবাসের এই ধারণা জানিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন----অদ্বৈতপ্রভুই তাঁহার অবতারের মূল কারণ; তাঁহা হইতেই ভক্তগণ উদিত হইয়াছেন। তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর উপাদানকারণপ্রকাশ;----সুতরাং বিষ্ণুর সহিত অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত, ভক্তপর্যায়ের কেহ নহেন। বহির্জগতের বিচারে অদ্বৈতপ্রভুকে ভক্তকোটিতে গণনা করিতে হইবে না----ইহা শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে বুঝিয়া বলিলেন----আজ হইতে আমি অদ্বৈতপ্রভুকে বিষ্ণুতত্ত্ব মনে করিব। সুতরাং মাদকদ্রব্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে আসক্ত জনগণের সমদৃষ্টিতে অদ্বৈতপ্রভুকে কখনও জীবপর্যায়ে গণনা করিব না। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"----এই বিচারে বিষ্ণুতত্ত্বে বিকারের সম্ভাবনা নাই, জানিব।।৩০৪।।

ভগবত্তত্ত্ব----সাধারণের নিকট অবিজ্ঞাত। বেদশাস্ত্র----"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করেন। গৌরসুন্দরের নিষ্কপট ভজনপ্রভাবে বিষ্ণুতত্ত্বের ধারণা হয়; গৌরসুন্দরের কথাই বেদবাক্য। স্বতন্ত্র বেদবাক্যের বিবর্ত সসীম মানবজ্ঞানকে বিচলিত ও বিপর্যস্ত করে। যেরূপ ভগবানের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, তদ্রূপ বৈষ্ণবের তত্ত্বও সাধারণের বোধগম্য নহে।।৩১০।।

ভাগবতীয় ভৃগুর উদাহরণ—

বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ।।৩১৩।।
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত।।৩১৪।।

ভৃগু-উপাখ্যান—

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম।।৩১৫।।

সরস্বতী-তীরে মহাযজ্ঞ ও পুরাণ-শ্রবণ—

পূর্বে সরস্বতী-তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণ-শ্রবণ।।৩১৬।।

ঋষিগণের পরস্পর শাস্ত্র-বিচার—

সবে শাস্ত্র-কর্তা সবে মহা-তপোধন।
অন্যোঽন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন।।৩১৭।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তিনজন-মাঝে।
কে প্রধান? বিচারেন মুনির সমাজে।।৩১৮।।

মতভেদ—

কেহ বলে,—'ব্রহ্মা বড়', কেহ, 'মহেশ্বর'।
কেহ বলে,—'বিষ্ণু বড় সবার উপর'।।৩১৯।।
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ'।।৩২০।।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুকে ঋষিগণ-কর্তৃক সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ ভার-প্রদান—

তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ-তত্ত্ব জানিবারে।।৩২১।।
"ব্রহ্মার মানস-পুত্র তুমি মহাশয়!
সর্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময়।।৩২২।।
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি' আমা'-সবাকার।।৩২৩।।
তুমি যে কহিবা' সে-ই সবার প্রমাণ।।"
শুনি' ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান।।৩২৪।।

ভৃগুর ব্রহ্মার সভায় গমন—

ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি' রহিলেন ব্রহ্মার গোচর।।৩২৫।।
পুত্র দেখি' ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা।।৩২৬।।

ভৃগুর ব্রহ্মার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব-প্রদর্শন—

সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি' না শুনেন বাপের বচন।।৩২৭।।
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার।।৩২৮।।

ব্রহ্মার ভৃগুর প্রতি ভীষণ-ক্রোধ—

দেখিয়া পুত্রের অনাদর-ব্যবহার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার।।৩২৯।।

তথ্য। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্। (মুণ্ডক ৩।১।৭) তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরম সুখম্। (কঠ ২২।১৪) নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদুর্ন বামদেবঃ! কিমুতাপরে সুরাঃ। তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং, বিনির্মিতঞ্চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে।। (ভাঃ ২।৬।৩৭)।।) নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ, ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ। বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা, ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ। তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু। মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু।। (ভাঃ ৬।১৭।৩২ ও ৩৫)।।৩১০।।

ভগবৎসেবা-পর ভক্ত ভগবানের বিশ্রম্ভ সেবক। সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভৃগুচরিত্র-বর্ণনে (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ৮৯ অঃ) কৃষ্ণভক্তের লোকাতীত মর্যাদা-লঙ্ঘনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগু ভগবানের বক্ষে পদনিবিষ্ট করিতে শঙ্কিত হন নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ বিচারে ভৃগুকর্তৃক অবজ্ঞাত হইলেও তদ্দ্বারা ভৃগুর ভগবৎসেবার অতি বিশ্রম্ভ-ভাব ও অত্যাসক্তি প্রকটিত হইয়াছে। মূঢ় জনগণ তাৎপর্য না বুঝিয়া বিপরীত বুঝিয়া ভৃগুর অনুকরণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মর্যাদা-লঙ্ঘন করিতে ব্যস্ত হয়।।৩১১।।

ভৃগুর পলায়ন—

ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্তি ভৃগু পলাইলা।।৩৩০।।

সকলের বাক্যে ব্রহ্মার ক্রোধ-নিবৃত্তি—

সবে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পা'য়ে ধরি'।
"পুত্রেরে কি গোসাঞি, এমন ক্রোধ করি?"৩৩১।।
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই' যেন অগ্নি সুসাম্য হৈলা।।৩৩২।।

ভৃগুর কৈলাসে শিবস্থানে গমন ও শিব-পরীক্ষা—

তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে'।।৩৩৩।।
ভৃগু দেখি' মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্বতী-সঙ্গে আদর করিয়া।।৩৩৪।।
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেম-যোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন।।৩৩৫।।

ভৃগুর কৌতুকমুখে শিব-পরীক্ষা—

ভৃগু বলে,—"মহেশ, পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর।।৩৩৬।।
ভূত, প্রেত, পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে।।৩৩৭।।
যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।
ভস্মাস্থি-ধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার।।৩৩৮।।
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক, দূরে থাক, অয়ে ভূতরায়! ৩৩৯।।
পরীক্ষা নিমিত্ত ভৃগু বলেন কৌতুকে।
কভু শিবনিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে।।৩৪০।।

ভৃগুর প্রতি শিবের মহাক্রোধ ও ত্রিশূল উত্তোলন—

ভৃগুবাক্যে মহাক্রোধে দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ।।৩৪১।।
জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যেহেন সংহার-মূর্তিধর।।৩৪২।।

পার্বতীর নিবারণ—

শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আথেব্যথে দেবী আসি' ধরিলেন হাতে।।৩৪৩।।
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
"জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু, এত ক্রোধ করি?"৩৪৪।।

ভৃগু----ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ তনয় হইয়া বিরিঞ্চির স্তব, গৌরব-বাক্য বা পাদসম্বাহনাদি কিছুই করিলেন না। পুত্র হইয়া পিতার গৌরব হানি করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে, তথাপি ব্রহ্মার সর্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন। উহাতে ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুকে ভস্মসাৎ করিতে গেলেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরম স্বজন ভক্ত ভৃগুর মহিমা বুঝতে পারিলেন না। সুতরাং গুণাবতারের মধ্যে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। ভৃগু স্বয়ংই বুঝিতে পারিলেন----ব্রহ্মা সর্বকারণকারণ নহেন, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মাত্র। পরে ঋষিগণের অনুনয়-বিনয়ে ব্রহ্মার ক্রোধ উপশান্ত হইল। অতঃপর ভৃগু রুদ্রের নিকট গমন করিলে রুদ্র আপনাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে ভৃগুকে কনিষ্ঠ জানিয়া ভৃগুকে প্রেমালিঙ্গন দিতে গেলেন। ভৃগু রুদ্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। কনিষ্ঠ ভৃগু জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচনকে ঐ দুর্বিনীত ব্যবহার দেখাইতে গিয়া রুদ্রের ক্রোধ উদ্রেক করাইলেন। রুদ্র সংহার মূর্তিতে ভৃগুবধে যত্নবান্ হওয়ায় রুদ্রতত্ত্ব বুঝিতে ভৃগুর বিলম্ব হইল না। তদনন্তর ভৃগু ক্ষীরসাগরে গিয়া লক্ষ্মীসেবিত-চরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া মাত্রই ভগবান্ বিষ্ণুকে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রহ্মার ও রুদ্রের বিচারের ন্যায় ক্রুদ্ধত' হইলেনই না, বরং তৎপরিবর্তে অত্যন্ত প্রসন্নভাবে ভৃগুকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন এবং আত্মদোষক্ষালন করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ ভৃগুকে আরও বলিলেন----তাঁহার সেবিকা লক্ষ্মী যে বক্ষে স্থান পাইয়াছেন, সেই বক্ষেই তিনি ভক্তবরের পদ ধারণ করিলেন। বিশ্রম্ভবিচারে অনুরাগপথের নৈপুণ্য-প্রদর্শন-লীলা মূঢ়সমাজে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়। কিন্তু সুচতুর ভক্তগণ আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ভগবৎপ্রীতি ও ভক্তগণের পরম চাতুর্য প্রকাশ করেন। এজন্যই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ----যিনি ভক্তিকল্পবৃক্ষের প্রেমাঙ্কুর বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহার রচিত শ্লোকে জানিতে পারি, কামক্রোধাদির বশ থাকা-কালে সেবাবিমুখতা বর্তমান থাকে। কৃষ্ণসেবা লাভ করিলেই মানবগণের কামক্রোধাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ ঘটে।।৩২৮।।

ভৃগুর বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন—

দেবীবাক্যে লজ্জা পাই' রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণঘর।।৩৪৫।।
শ্রীরত্নখট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে।।৩৪৬।।

ভৃগুর বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত—

হেনই সময়ে ভৃগু আসি' অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে।।৩৪৭।।

বিষ্ণু-কর্তৃক লক্ষ্মীসহ নিজভক্তরাজ ভৃগুর সেবা ও ক্ষমা প্রার্থনা—

ভৃগু দেখি' মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহা-প্রীত হৈয়া।।৩৪৮।।
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন।।৩৪৯।।
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহান অঙ্গে লেপেন চন্দন।।৩৫০।।
অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তা'র স্থানে।।৩৫১।।
"তোমার শুভ-বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম মোরে ইহা।।৩৫২।।

ভক্তের পাদোদক মলিনতীর্থের তীর্থতা-সম্পাদক—

এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্মল।।৩৫৩।।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে।।৩৫৪।।
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র।।৩৫৫।।

বৈষ্ণব-মহিমা-প্রচারার্থ ভগবানের নিজবক্ষে বৈষ্ণবচরণ-চিহ্নধারণ—

এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই' কুতূহলী।।৩৫৬।।
লক্ষ্মী সঙ্গে নিজবক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম'।।৩৫৭।।

ভৃগুর বিস্ময়—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যবহার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—সকলের পার।।৩৫৮।।
দেখি' মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর।।৩৫৯।।

ভৃগু কৃষ্ণপ্রেরণায়ই এই কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—

যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম নয়।
আবেশের কর্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়।।৩৬০।।
বাহ্য পাই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই' লাগিলা নাচিতে।।৩৬১।।

ভৃগুর অঙ্গে সাত্ত্বিকবিকার-প্রকাশ—

হাস্য, কম্প, ঘর্ম, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার।।৩৬২।।

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সর্বকারণ-কারণ—

"সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।"
এই সত্য বলি' নাচে ব্রহ্মার নন্দন।।৩৬৩।।

ব্রহ্মার নন্দন ভৃগু ক্ষুদ্রজীব হইয়াও লোকচক্ষে যে সর্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য করিলেন, উহা ভক্তজনোচিত নহে; পরন্তু যাহারা জাগতিক মূঢ়তা-বশে হরি-হর-বিরিঞ্চির মধ্যে বিষ্ণুর পরমপদের উত্তমত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গলের জন্যই আবেশাবতার-সূত্রে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মায়াবাদাচার্য শ্রীশঙ্করও আবেশাবতারের অভিনয় করিয়া স্বীয় নিত্য দাস্যভাব গোপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য—-রুদ্রের আবেশাবতার; শ্রীভৃগু-শ্রীব্যাসদেবও বিষ্ণুর আবেশাবতার। অধস্তন ঋষিগণও ব্রহ্মার আবেশাবতার। সুতরাং ভগবান্ই আবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন লীলা প্রদর্শনকল্পে প্রয়োজক-কর্তৃরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন। ক্ষুদ্রজীব কর্মী স্মার্ত-ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ ভৃগুকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেরূপ দর্শন করেন না। অনুরাগপথে তদনুকরণকারী বল্লভীয়-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মধুর-রসে ভগবানের বিশ্রম্ভ-সেবা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভৃগুচরিত্র বুঝিতে পারেন।।৩৬০।।

দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যবহার।
প্রেমভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে' আর।।৩৬৪।।
ভক্তিজড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে।।৩৬৫।।

ভৃগুর ঋষি-সভায় প্রত্যাগমন ও সর্ববৃত্তান্ত বর্ণন—

সর্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুনঃ মুনি সভামধ্যে মিলিলা আসিয়া।।৩৬৬।।
ভৃগু দেখি' সবে হৈলা আনন্দ অপার।
''কহ ভৃগু কা'র কোন্ দেখিলে ব্যবহার।।৩৬৭।।
তুমি যে-ই কহ, সে-ই সবার প্রমাণ।''
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান।।৩৬৮।।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনের ব্যবহার।
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার।।৩৬৯।।

ভৃগুর ত্রিসত্য করিয়া ব্রহ্মা ও শিবকে কৃষ্ণের নিত্য অধীনতত্ত্বরূপে স্থাপন—

''সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন।।৩৭০।।
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা, শিব করেন যাঁহার অধিকার।।৩৭১।।

সর্বকারণ-কারণ কৃষ্ণের ভজনই নিঃসংশয়িত শ্রৌত সিদ্ধান্ত—

কর্তা-হর্তা-রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ।।৩৭২।।
ধর্ম, জ্ঞান, পুণ্যকীর্তি, ঐশ্বর্য, বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ মধ্যম যাহার যত শক্তি।।৩৭৩।।
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয়।।''৩৭৪।।

সেই কৃষ্ণই সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান্—

সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ—চৈতন্য ভগবান্।
কীর্তনবিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান।।৩৭৫।।

ভৃগুর বাক্যে ঋষিগণের সংশয়-ছেদন—

ভৃগুর বচন শুনি' সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা, 'সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ'।।৩৭৬।।
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ।
''সংশয় ছিণ্ডিয়া তুমি ভাল কৈলা মন।।''৩৭৭।।

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণের ভজন ও ব্রহ্মা-শিবাদি দেবকে সম্মান-দান—

কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দৃঢ়-মনে।
ভক্ত-রূপে ব্রহ্মা-শিব পূজেন যতনে।।৩৭৮।।

সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষম ব্যবহার অবোধ্য ও অগম্য—

সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কা'র।।৩৭৯।।
পরীক্ষিতে' কর্ম কি না ছিল কিছু আর।
তা'র লাগি করিলেন চরণ-প্রহার।।৩৮০।।
সৃষ্টিকর্তা ভৃগুদেব যাঁ'র অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে।।৩৮১।।
'অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।'
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর।।৩৮২।।

কৃষ্ণ নিজ-মহিমা ও ভক্ত-মহিমা প্রকাশার্থে ভৃগুর হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা নিজবক্ষে পদাঘাত করাইয়াছেন—

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে।।৩৮৩।।

ভৃগুমুনির সাত্ত্বিক বিকারই ভক্তিরসের জ্ঞাপক। ''ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্।।''----এই পরমসত্যবাণী গান করিতে করিতে ভৃগু ঋষিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন।।৩৬২-৩৬৩।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।৩৭৩-৩৭৭।।

তথ্য। ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে। পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্গতিং গতাঃ।। (ভাঃ ১০।৮৯।১৯) যদর্চ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্।। (ভাঃ ১০।৩৮।৮)।।৩৭৮।।

জ্ঞানপূর্ব ভৃগুর এ কর্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়।।৩৮৪।।

ব্রহ্মা ও শিবের স্ব-স্ব প্রভু পরমেশ্বর কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব-শ্রবণার্থে ভৃগুর প্রতি ক্রোধ-লীলা—

বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়।।৩৮৫।।

কৃষ্ণের ভক্ত-জয়বর্ধন-লীলা—

ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্তজয় অতিশয়।।৩৮৬।।

মহাভাগবত বৈষ্ণবের দুরাচারের ন্যায় আচরণ ও বিষম-ব্যবহার-দর্শনে অক্ষজ বিচারে নিন্দা অমার্জনীয় অপরাধ—

অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার।।৩৮৭।।

অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম।
অধিকারি বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম।।৩৮৮।।

কেবল কৃষ্ণকৃপায় মহাভাগবতের আচরণের মর্ম অধিগম্য হয়—

কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে।।৩৮৯।।

ইহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি?—

সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার।।৩৯০।।
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন।।৩৯১।।
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন-বিদ্যমতি।
সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি।।৩৯২।।

ভৃগু শরীরে ভগবান্ প্রবেশ করিয়া ভক্তিমহিমা প্রকাশ করিবার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভৃগুর মর্যাদা-জ্ঞান থাকাকালে কখনও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে সাহস হইত না। ভক্তগণের জয় বিঘোষিত করিবার জন্যই ভগবান্ ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।।৩৮৩।।

তথ্য। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। (গীতা ৯।৩০) দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ।। (শ্রীউপদেশামৃত, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)।।৩৮৭।।

মূর্খ অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমদৃষ্টিফলে নরকে গমন করে। তাহারা বৈষ্ণবের মধ্যেও অসতের দুরাচার দর্শন করে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব কখনও দুরাচারী নহেন। বর্তমানকালে কোলদ্বীপে শ্রীবংশীদাস বাবাজীর অলৌকিক চরিত্র অনেকেই বুঝিতে পারে না।।৩৮৮।।

ভগবৎকৃপা না হইলে ভক্তচরিত্রের আপাতদর্শনে কাহারও সর্বনাশ হয় এবং কেহ বা অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন।।৩৮৯।।

তথ্য। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।। (ভাঃ ৯।৪।৬৮)।।৩৮৯।।

তথ্য। বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্টবা সুমুখঃ প্রিয়ঃ। প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা। স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ম্। রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ। প্রণাম-পূর্বকং ক্ষন্ত্বা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ।। (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩২)।।৩৯০।।

যাহারা সাবধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে না ও ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের অমঙ্গল লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ দিব্যবুদ্ধি প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল লাভ ঘটে না। বিপৎপ্রতিম ব্যাপারসমূহ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে না।

শ্রদ্ধায় চৈতন্যচরিত্র-শ্রবণই নিস্তারের উপায়—

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার।।৩৯৩।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৩৯৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অদ্বৈতমহিমা-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

ন্যূনাধিক ষষ্টি বৎসর পূর্বে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কৃপা-পরীক্ষা-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।।৩৯২।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' নবম অধ্যায় সমাপ্ত।